



মুফতি মুহাম্মদ শূয়াইবুল্লাহ খান

পাপ
করব
না
আর

ভাষান্তর

নাজমুল ইসলাম কাসিমী

No more sin...

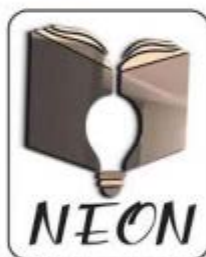


দাদ কৰিব না আঁৰ No more sin!

ভাষান্তর

নাভমুল ইসলাম কাসিমী

ফাযিল, দারুল উলুম দেওবন্দ ইউ.পি, ভারত



নিয়ন পাবলিকেশন

একটি পারিবারিক মেডিসিন

প্রবেশিকা

১. আনুগত্য এবং অবাধ্যতা বিবেচনায় মানুষের প্রকারভেদ	২২
২. পাপ থেকে বাঁচা সবচেয়ে বড় কাজ	২৪
৩. পাপ পরিত্যাগকারী ইবাদতকারী থেকেও অগ্রগামী	২৬
৪. পাপ পরিত্যাগ ছাড়া নৈকট্য মিলবে না	৩০
৫. মানুষ ফেরেশতাদের থেকে উৎকৃষ্ট?	৩২
৬. পাপের পথসমূহ	৩৩
৭. স্রষ্টার দুটো রাস্তা: সংশয় এবং প্রবৃত্তি	৩৪
৮. পাপের কারণে: চোখ এবং দৃষ্টি	৩৪
৯. পাপের কারণে: আধ্যাত্মিক বিপদাপদ	৪৫
১০. পাপ ঈমানের জন্য ক্ষতিকর	৪৫
১১. ছালাবা বিন হাতিব এর একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	৪৭
১২. পাপের কারণে: দুর্ভাগা মৃত্যুর শংকা	৫১
১৩. একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	৫২

১৪. পাপের কারণে: অন্তর কালো হয়ে যায়	৫৫
১৫. পাপের কারণে: অন্তরে মোহর এঁটে দেওয়া হয়	৫৬
১৬. পাপের কারণে: লাক্ষিত এবং ঘৃণিত হয়ে যাওয়া	৫৮
১৭. পাপের কারণে: পাপীর প্রতি মুমিনদের অন্তরে ঘৃণা	৬০
১৮. পাপের কারণে: মৃত্যুশংকা	৬১
১৯. পাপের কারণে: মুনাযাত এবং আনুগত্যতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত	৬২
২০. পাপের কারণে: অন্তরে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া	৬৫
২১. পাপের কারণে: ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া	৬৬
২২. পাপের কারণে: আহলুল্লাহদের থেকে নির্জনতা	৬৭
২৩. পাপের বাহ্যিক বিপদাপদসমূহ	৬৭
২৪. পাপের কারণে: সুনামি এবং ভূমিকম্প	৭০
২৫. পাপের কারণে: লানত এবং ধ্বংসের ফয়সালা	৭৪
২৬. পাপের কারণে: রিজিকে সংকুলান এবং বরকত ওঠে যাওয়া	৭৭
২৭. পাপের কারণে: শস্যের দানা রসুনের বরাবর	৭৮
২৮. একটি গাভী থেকে ত্রিশটি গাভীর দুধ	৭৯

২৯. বাদশাহ নওশিরওয়াহ-এর কাহিনি	৮০
৩০. পাপের কারণে: পাপীর প্রতি দ্রুক্ষেপ	৮২
৩১. পাপের কারণে: স্বাস্থ্যের অবনতি	৮৩
৩২. এক যুবকের শিক্ষণীয় ঘটনা	৮৪
৩৩. পাপের কারণে: লজ্জা চলে যায়	৮৬
৩৪. পাপীর প্রতি আল্লাহর সতর্কবানী	৮৭
৩৫. পাপ থেকে কেন বাঁচবেন না?	৮৯
৩৬. মুমিন পাপকে পাহাড় মনে করে	৯০
৩৭. কবিরা ও সগিরা গোনাহ কী?	৯২
৩৮. আল্লাহকে বড়ত্ব স্বীকারকারী পাপকে ছোট মনে করে না	৯৫
৩৯. পাপ পরিত্যাগে প্রবৃত্তির বিরোধীতা আবশ্যিক	৯৭
৪০. পাপে ফেঁসে যাওয়ার একটি বিস্ময়কর ঘটনা	৯৮
৪১. বনি ইসরাইলের একজন পণ্ডিত এর ঘটনা	৯৯
৪২. পাপ কাউকে পাপ থেকে মুক্তি দেয় না	১০২
৪৩. প্রথম পদক্ষেপ তাওবায়ে নাসুহা	১০৩

৪৪. তাওবার নামাজ	১০৫
৪৫. তাওবার উপকারিতা	১০৫
৪৬. একটি তাওবার ঘটনা	১০৬
৪৭. তাওবায়ে নাসুহার শর্তাবলী	১০৭
৪৮. তাওবাকারীদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ	১০৯
৪৯. হযরত বাশার হাফির তাওবার ঘটনা	১০৯
৫০. বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তির তাওবা	১১১
৫১. হযরত মুসা আ.-এর যুগে এক গুনাহগার ব্যক্তির তাওবা ও মোনাজাত	১১৩
৫২. এক যুবক ব্যক্তির আল্লাহর কাছে মোনাজাত	১১৫
৫৩. কবি আবু নাওয়াসের তাওবা এবং মোনাজাত	১১৭
৫৪. তাওবাকারীদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ	১১৮
৫৫. এক কামারের গল্প	১১৯
৫৬. এক কসাইয়ের ঘটনা	১২১
৫৭. পাপ পরিত্যাগ করার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা	১২৩
৫৮ আল্লাহকে লজ্জা করা	১২৩



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রত্যেক মুসলমান বলতেই সবাই এ কথা জানে এবং মানে—মানুষের ইহকালীন বিশুদ্ধতা, সফলতা এবং পরকালীন মুক্তি ও মহত্তমতার জন্য আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যতা, পার্থিব মন্দকর্ম থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক। এবং এই আকিদা-বিশ্বাসই শতভাগ স্বীকৃত। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত—সে যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং সকল প্রকার পাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

আনুগত্য এবং অবাধ্যতা
বিবেচনায় মানুষের প্রকারভেদ

আমরা যখন কোনো মানুষের সার্বিক অবস্থার উপর গবেষণা ও চিন্তা করি—তখন হৃদয়স্পর্শে চারপ্রকার মানুষের চেহারা উদিত হয়।

১. ওই ব্যক্তি—যে আনুগত্য ও নেকির কাজ; নামাজ, রোজা, নাওয়াফেল, জিকির-আজকার এবং তেলাওয়াত ইত্যাদি আমল বেশ গুরুত্বের সাথে আদায় করে। পাশাপাশি—আল্লাহর অবাধ্যতা এবং সর্বপ্রকার পাপ থেকেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। এই প্রকারের লোক বাস্তবিক পক্ষেই আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনেক প্রিয়।
২. ওই ব্যক্তি—যে আনুগত্য ও নেকির কাজ করে না; এবং কোনোপ্রকার অবাধ্যতা ও পাপের কাজও করে না। এই সকল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ধিকৃত ও হতবাগা।
৩. ওই ব্যক্তি—যে আনুগত্য ও নেকির কাজ; নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, নাওয়াফেল, জিকির-আজকার, তেলাওয়াত বেশি করে করে; কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপের কাজ থেকে বিরত থাকে না। বরঞ্চ ভালো কাজ পালন করার পাশাপাশি মন্দসব কাজও সমানভাবে পালন করে।
৪. ওই ব্যক্তি—যে আনুগত্য ও নেকির কাজ; নাওয়াফেল, জিকির-আজকার, তেলাওয়াত-এর প্রতি কোনো গুরাত্বারোপ করে না। বরং কেবল ফরজ এবং ওয়াজিবসমূহ আদায় করে। হ্যা! তবে আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপের কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে।

পাপ থেকে বাঁচা সবচেয়ে বড় কাজ

হজরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে কোনো এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল—‘এমন ব্যক্তি—যে পাপ কাজ খুব অল্প করে এবং নেকিও অল্প করে এবং এর বিপরীত আরেক ব্যক্তি—যে পাপ কাজ বেশি করে এবং নেকিও বেশি করে—এই দুই ব্যক্তি থেকে কে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়?’

হজরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন :

“ ‘আমি কোনাকিছুকেই নিরাপদের ক্ষেত্রে বরাবর মনে করি না’^২

অর্থাৎ—পাপ থেকে বেঁচে নিরাপদ হয়ে যাওয়া এমন একটি আমল; যেটার বরাবর অন্য কোনো আমল হতে পারে না। এজন্য পাপ থেকে বেঁচে থাকাকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত।

এ কথা সম্পর্কেই যখন বিভিন্ন যাহিদিনগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, আপনি তাহাজ্জুদের নামাজের ব্যাপারে কী বলেন? তো তারা বলেন,

“ ‘দিনের বেলা আল্লাহকে ভয় করো এবং পুরো রাতের বেলা ঘুমোতে থাকো’^৩

অর্থাৎ, তাদের ভাষ্যমতে, যতি কেউ আল্লাহর ভয়ে দিনের বেলা জীবনযাপন করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার ব্যাপারে তারো কোনো অভিযোগ থাকবে না। সুতরাং রাতের বেলা প্রশান্তির সাথে

^২ আব-যহুদ, ইবনুল মোবারক রহ. পৃষ্ঠা : ১২; আদাবুদ দনিয়া ওয়াদ দীন পৃষ্ঠা : ৯৮।

^৩ আদাবুদ দনিয়া ওয়াদ দীন খ. ১ পৃষ্ঠা : ১১৭।

তার ঘুমোনের মাঝে কোনো সমস্যা থাকার কথা না। কারণ, আল্লাহ্‌ভীতি জীবন মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে। যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌ভীতির সাথে দিনাতিপাত করে; তাহলে নাওয়াফেল আদায় না করলেও তাকে কোনো অপমান ও তিরস্কার করা যাবে না।

বর্ণিত আছে,

“

এক বুজুর্গ কোনো এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, সে তার সম্প্রদায়কে বলছে—লোকসকল! তোমাদেরকে ঘুম দুর্বল করে দিচ্ছে! তখন ওই বুজুর্গ বললেন, না! বরং তাকে বিন্দ্র দুর্বল করে দিচ্ছে।^১

অর্থাৎ—রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার কারণে সে দুর্বল হচ্ছে না। বরং দিনে বিন্দ্র থেকে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকার জন্য সে দুর্বল হয়ে চাচ্ছে। এজন্য রাত জেগে নাওয়াফেল আদায় করা থেকেও জরুরি হলো—দিনের বেলা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত না হওয়া এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকা।



^১ আদাবুদ দনিয়া ওয়াদ দীন খ. ১ পৃষ্ঠা : ১১৭।